22 MAY 2017

দৈনিক
আমাদের সময়

মাধ্যমিকে ঝরে পড়ছে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী

এম এইচ রবিন ●

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাসের সূচকে গত ৮ বছরের তুলনায় কিছুটা ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও এখনো প্রায় ৪০ শতাংশ ছেলেমেয়ে ঝরে পড়ছে। সূচকে গড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি ঝরে পড়ছে। তবে আগের বছরের তুলনায় গত বছর শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ বেশি ছেলে স্কুল ছেড়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) শিক্ষা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২০১৬-এর খসড়ায় এমন তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মাধ্যমিক স্তরে ২০০৮ সালে এ স্তরের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার হার ছিল ৬১ দশমিক ৩৮ শতাংশ, ২০০৯ সালে ৫৫ দশমিক ৩১, ২০১০ সালে ৫৫ দশমিক ২৬, ২০১১ সালে ৫৩ দশমিক ২৮, ২০১২ সালে ৪৪ দশমিক ৬৫, ২০১৩ সালে ৪৩ দশমিক ১৮, ২০১৪ সালে ৪১ দশমিক ৫৯, ২০১৫ সালে ৪০ দশমিক ২৯ এবং ২০১৬ সালে ৩৮ দশমিক ৩০ শতাংশ। ২০১৫ সালে ছেলে ৩৩ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং ৪৫ দশমিক ৯২ শতাংশ মেয়ে ঝরে পড়েছে। এ হিসাবে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার বেড়েছে ০ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং মেয়ে ৩ দশমিক ৭৩ শতাংশ কমেছে।

শ্রেণিভেদে ঝরে পড়ার হার ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৭ দশমিক ০৬ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণিতে ৫ দশমিক ৮৩, অষ্টম শ্রেণিতে ৯ দশমিক ৯১, নবম শ্রেণিতে ৮ দশমিক ৯১ এবং দশম শ্রেণিতে ১২ দশমিক ৭৯ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকে ঝড়ে পড়ার চিত্র : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ২০০৮ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ, ২০০৯ সালে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

মাধ্যমিকে ঝরে পড়ছে ৪০ শতাংশ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ৪২ দশমিক ১১, ২০১০ সালে ৩৭ দশমিক ৩৬। ২০১১ সালে ৩৭ দশমিক ১৩, ২০১২ সালে ২১ দশমিক ৮০, ২০১৩ সালে ২১ দশমিক ৬০, ২০১৪ সালে ২১ দশমিক ৩৭, ২০১৫ সালে ২২ দশমিক ৭০ এবং ২০১৬ সালে একটু কমেছে দাঁড়িয়েছে ২০ দশমিক ০৮ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্র ঝরে পড়ার হার ৩৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ এবং ছাত্রী ৪২ দশমিক ১৯ শতাংশ। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন পর্যায়ে আলাদা কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। এর কোনোটির সঙ্গে কোনোটি মেলানো যাবে না। প্রাথমিকে দারিদ্র্যের কারণে অনেকে ঝরে পড়ে। জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পাসের পরও ভর্তি পর্যায় পর্যন্ত ঝরে পড়ার ঘটনা আছে। এর মধ্যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে, নিরাপত্তার অভাব এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য অন্যতম কারণ। তবে বাল্যবিয়ে, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, কুসংস্কার, লেখাপড়ার খরচ, বিশেষ করে প্রাইভেট-কোচিং খরচ চালাতে না পারা, বাবার সঙ্গে ছেলের উপার্জনে নেমে পড়াসহ আরও বেশ কয়েকটি কারণ আছে।

তিনি বলেন, সরকারের নানা পদক্ষেপে প্রাথমিক ভর্তির হার বাড়লেও ঝরে পড়ার হার কমানো যাচ্ছে না। এ জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি কোর্স কারিকুলামের সমন্বয়হীনতা এবং দুর্গম এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ ব্যবস্থা দায়ী। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, ঝরে পড়া বন্ধ করতে সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, ইংরেজি ও গণিতের অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না ঝরে পড়ার হার।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, ঝরে পড়া রোধ করতে বেশ কিছু প্রোগ্রাম বর্তমানে চলমান। এর মধ্যে আছে সবার জন্য উপবৃত্তি। এ ছাড়াও দুর্বল শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তোলা, বাল্যবিয়েতে নিরুৎসাহ করার নানা উদ্যোগ। এসব উদ্যোগের কারণে আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আগের চেয়ে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া অনেক কমেছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................
চীফ. ডি.এস.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর